THE ALLIANCE
FOR CHILD PROTECTION
IN HUMANITARIAN ACTION

টেকনিক্যাল নোট: করোনাভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী'র সময় শিশুদের সুরক্ষা (প্রথম সংস্করণ-v.1[1])

Photo courtesy of UNICEF/Leonardo Fernandez/India 2019

ভূমিকা

কোভিড-১৯ (COVID-19) এর মতো সংক্রামক রোগগুলি শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশের সহায়ক পরিবেশকে ব্যাহত করতে পারে। পরিবার, বন্ধুত্ব, প্রতিদিনের রুটিন এবং কমিউনিটির মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যাহত হলে শিশুদের ভালো থাকা, বিকাশ এবং সুরক্ষার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাছাড়া কোভিড-১৯ (COVID-19)'র বিস্তার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি শিশুদের সুরক্ষাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে দিতে পারে। নিজের ঘর, অন্যান্য সুবিধা,

[1] মানবি কর্মকান্ডে শিশু সুরক্ষার এলাইয়েন্স, টেকনিক্যাল নোট: করোনাভাইরাস বৈশ্বিক মহামারী সময় শিশুদের সুরক্ষা (১ম সংস্করণ, মার্চ ১, ২০২০)

এলাকা-ভিত্তিক পৃথকীকরণ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ব্যবস্থাগুলি শিশুদের এবং তাদের পরিবারের উপর নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলতে পারে[2] ।

এই সংক্ষিপ্তসার'টির উদ্দেশ্য হল যারা শিশু সুরক্ষা নিয়ে কাজ করেন তাঁরা যেন কোভিড -১৯ বৈশ্বিক মহামারীর সময়ে শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি এড়াতে আরও ভালভাবে কাজ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা ।

প্রথম অংশে কোভিড -১৯ শিশুদের কি কি ধরণের সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আছে মানবিক কর্মকান্ডে শিশু সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম মান (সিপিএমএস) ২০১৯ এবং সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় শিশুদের সুরক্ষা'র নির্দেশিকা নোট, এই দুইয়ের সাথে মিল রেখে এই সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. করোনাভাইরাসের সময়ে শিশু সুরক্ষা

কোভিড-১৯ খুব দ্রুত শিশুদের থাকার জায়গার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। কোয়ারেন্টাইন পদ্ধতি যেমন – স্কুল বন্ধ করে দেয়া ও তাদের প্রতিদিনের চলাফেরায় বিধি নিষেধ এবং একে অপরকে সহায়তা করার প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এর চাপ গিয়ে পড়ে শিশুর মা বাবা বা অবিভাবকের উপর। তাদের হয় কাজে যাওয়া বন্ধ করতে হয় অথবা ঘরবন্দি শিশুদের দেখাশোনার বিকল্প পথ খুঁজতে হয়। কোভিড -১৯ এ সম্ভাব্য ঝুঁকিতে থাকাদের প্রতি অন্যদের বিরূপ ও বৈষম্যমুলক মনোভাব শিশুকে আরও বেশি সহিংসতা ও মানসিক বিপন্নতা ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। রোগ প্রতিরোধের পদক্ষেপগুলি ঠিক করার সময় বিভিন্ন লিঙ্গের মানুষের বিশেষ চাহিদা এবং নারী ও মেয়েদের নাজুকতার কথা আমলে না নেয়ায় নারী ও মেয়েদের সুরক্ষা ঝুঁকি আরো বেড়ে যায়। এই অবস্থায় ক্ষতিকর পথে নিজেদের সুরক্ষার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। যে সকল শিশু ও পরিবার আর্থ-সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত হওয়ায় আগে থেকেই দুর্বল এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করেন তাদের ঝুঁকি বেশি থাকে।

[2] কোয়ারেন্টাইনে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য Guidance Note: Protection of Children during Infectious Disease outbreak'এর ১৪-১৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

১.১ কোভিড -১৯ এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব

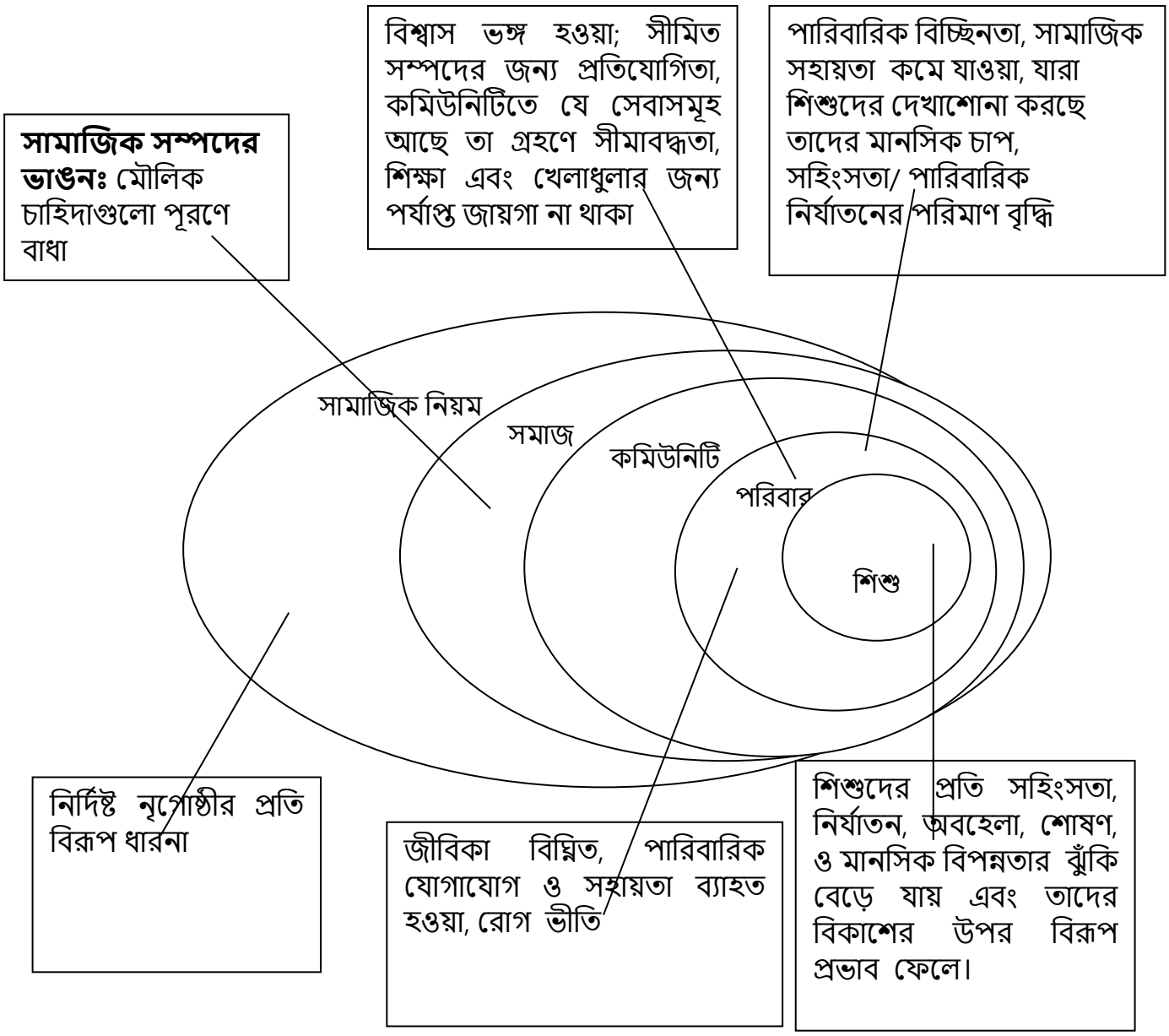

১.২ শিশু সুরক্ষার ঝুঁকি

কোভিড -১৯ এ সময় এবং আগের বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কালে শিশু নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যেসব ঝুঁকি দেখা গেছে বা যেসব ঝুঁকি দেখা দিতে পারে সেগুলি এরকমঃ

কোভিড -১৯ এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ এবং নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ সমূহ	ঝুঁকির কারণসমূহ
শিশু সুরক্ষার ঝুঁকিঃ শারীরিক ও মানসিক উৎপীড়ন	
• শিশুদের প্রতি অবহেলা এবং তদারকি কমে যাওয়া। • শিশু নির্যাতন এবং পারিবারিক/পারস্পরিক সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যাওয়া। • বিষক্রিয়া ও আহত হওয়ার সম্ভাবনাসহ নানা বিপদের ঝুঁকি। • শিশু সুরক্ষা সেবাসমূহের উপর চাপ বেড়ে যাওয়া বা সেগুলি পাওয়ার সুযোগ কমে যাওয়া।	• শিশুসেবা/স্কুল বন্ধ ; যারা শিশুদের দেখাশোনা করেন তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা, অসুস্থতা/যারা দেখাশোনা করেন তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা বা বিচ্ছন্ন করে রাখা। • যারা শিশুদের দেখাশোনা করেন এবং কমিউনিটির লোকদের মধ্যে মনো-সামাজিক চাপ বৃদ্ধি। • বিষাক্ত জীবাণুনাশক এবং অ্যালকোহলের সহজ প্রাপ্যতা এবং অপব্যবহার। • ঘটে যাওয়া ঘটনার খবরাখবর করার পথে বাধা বেড়ে যাওয়া।
শিশু সুরক্ষার ঝুঁকিঃ লিঙ্গ - ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি)	
• শিশুদের যৌন শোষণ, ত্রানের বিনিময়ে যৌনকাজে বাধ্য করা, বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণ এবং বাল্যবিবাহে বাধ্য করার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া। • শিশুসুরক্ষা/লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সেবাসমূহের উপর চাপ বাড়ে বা সেবা পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।	• শিশুদের জন্য পরিবার ভিত্তিক সুরক্ষা কমে যাওয়া। • পরিবারের আয় রোজগার কমে যাওয়া এবং/বা প্রয়োজনীয় পণ্য আনা নেওয়া ও সেবার জন্য বাইরের লোকের উপর নির্ভরতা। • বাড়ির মানুষদের দেখাশোনা ও ঘর গৃহস্থালির কাজের দায়িত্ব মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেয়া। • ঘটনার খবরাখবর আদান প্রদান, চিকিৎসা সেবা ও অন্যান্য সহযোগিতা পেতে বাধা বিপত্তি বৃদ্ধি।

শিশু সুরক্ষার ঝুঁকিঃ মানসিক স্বাস্থ্য এবং মনো-সামাজিক বিপন্নতা	
• প্রিয়জনের মৃত্যু, অসুস্থতা বা পৃথক বসবাস বা রোগের ভয় শিশুদের বিপন্ন করে তুলতে পারে। • আগে থেকেই যাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি খারাপ ছিল তাঁরা আরও সংকটে পড়তে পারেন। • মানসিক স্বাস্থ্য ও মনোসামাজিক (এমএইচপিএস) সেবাসমূহের উপর চাপ বেড়ে যাওয়া বা সেবাসমূহ পেতে আসুবিধা হওয়া।	• বাড়িতে বা চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে কোয়ারেন্টাইন/বিচ্ছিন্ন থাকায় মানসিক চাপ বেড়ে যাওয়া। • মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য আগে থেকে চিকিৎসাধীন থাকা শিশু এবং মা বাবা/যত্ন নেয়ার মানুষরা তাদের জন্য নিয়মিত চিকিৎসা সহায়তা সহজে নাও পেতে পারে। • কি ঘটছে সেটা ঠিক মতো বুঝতে না পারলে কোয়ারেন্টাইনের বিধি বিধান পদ্ধতি কমিউনিটির মানুষ বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে ভয় ওআতংক তৈরি করতে পারে।
শিশু সুরক্ষার ঝুঁকিঃশিশুশ্রম	
• বিপজ্জনক বা শোষণমূলক কাজে শিশুদের সংশ্লিষ্টতা বেড়ে যাওয়া।	• পরিবারের আয়ের পথ বন্ধ বা কমে যাওয়া। • স্কুল বন্ধ থাকার জন্য শিশুকে কাজে পাঠানোর সুযোগ বা প্রত্যাশা বেড়ে যাওয়া।
শিশু সুরক্ষা ঝুঁকিঃ এতিম এবং মা বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন শিশু	
• পরিবার থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। • সম্পূর্ণ একা হয়ে যাওয়া বা শিশু নিজেই পরিবারের প্রধান হয়ে যাওয়া। • এতিমখানা বা শিশুসদনের মতো প্রতিষ্ঠানে জায়গা হওয়া।	• রোগের কারণে মা বাবা/দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে হারানো। • দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের শিশুদের থেকে আলাদা করে একঘরে আটকে রাখা/কোয়ারেন্টাইন। • মা বাবা রোগমুক্ত এলাকায় অন্য পরিবারের কাছে শিশুদের পাঠিয়ে দেয়।

শিশু সুরক্ষা ঝুঁকিঃসামাজিক বর্জন	
• আক্রান্ত ব্যক্তি বা আক্রান্ত হতে পারে এমন ব্যক্তি/গোষ্ঠীগুলিকে সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য হিসাবে গন্য করা। • ইতিমধ্যে ঝুঁকিতে থাকা পথ শিশু বা যেসব শিশু পথে কাজ করেন তাদের ঝুঁকি বেড়ে যায় আর সহায়তা পাওয়ার সুযোগ কমে যায়। • বিচারাধীন ও আটক শিশুদের ঝুঁকি বেড়ে যায়/সহায়তাও সীমিত হয়ে যায়।	• সামাজিক ও জাতিগত বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি/দল'এর মধ্যে সংক্রমণের সন্দেহ থাকে। • যারা যতো বেশি সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক তাদের উপর মহামারীর প্রভাব ততো বেশি। • বিপদাপন্ন শিশু এবং তার পরিবারের জন্য মৌলিক সেবাগুলো বন্ধ বা নাগালের বাইরে চলে যায়। • কোয়ারেন্টাইনের কারণে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

২. শিশু সুরক্ষায় সাড়াদান

কোভিড –১৯ সাড়াপ্রদানের ক্ষেত্রে মূল অগ্রাধিকার হবে সরকারের সাথে এডভোকেসি আর সংশিলিস্ট সকল সেক্টরের সাথে সমন্বয় করে শিশু সুরক্ষার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

২.১ সকল সেক্টর এবং সরকারের সাথে কাজ করা

মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান (Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action-CPMS) (সিপিএমএস)বইটিতে যেমন সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, "সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধ এবং সাড়াদানের জন্যকতিপয় সেক্টরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় এবং সহযোগিতা প্রয়োজন।" নানান সেক্টর কে সম্পৃক্ত করে এমন একটি বহুমুখী সাড়াদান কর্মসূচি নিতে হবে যা : (ক) শিশুদের এবং তাদের দেখা শোনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সামগ্রিক চাহিদা মেটাতে পারবে এবং (খ) শিশুদের জন্য আরও বেশি কাঙ্খিত ফলাফল নিয়ে আসবে। ধর্মীয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য নেতাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার বিষয়টি শিশু সুরক্ষা কর্মীরাদের বিবেচনা রাখতে হবে। বহুমুখী সাড়াদান কর্মসুচিতে নিচের বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত:

- মানসম্মত প্রক্রিয়ায় শিশুদের তথ্যাদি নথিভুক্ত করা যাতে তাদের সংক্রমণের ঝুকি ও ঘটনাগুলি সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে ফলোআপের জন্য প্রেরন করা যায়।
- পারিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিসহ শিশু সুরক্ষার অন্যান্য ঝুঁকি প্রতিরোধ/কমানোর জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালা।
- রোগে আক্রান্তদের সম্পর্কে বৈরি মনোভাব এবং তাদের সমাজচ্যুত করার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ।
- রোগ ছড়িয়ে পড়লে শিশুদের বিশেষ ঝুঁকি এবং তাদের বিপন্নতার বিষয়ে স্পষ্ট, সমন্বিত, শিশু-বান্ধব সামাজিক বার্তা প্রচার।

কোভিড -১৯ মোকাবেলায় সরকারের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা কর্মীদের লক্ষ্য হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র পরামর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী মানবাধিকারভিত্তিক, বৈষম্যহীন এবং সমানুপাতিক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পরামর্শ দেওয়া।

বিভিন্ন সেক্টর এবং সরকারের সাথে. শিশু সুরক্ষায় সংবেদনশীল সাড়াপ্রদানে ক্ষেত্রে যে কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সেগুলি হচ্ছেঃ

স্বাস্থ্য (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ২৪)

- বিপন্ন শিশু ও তার পরিবারদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে রাজি করাতে হবে (যেখানে স্বাস্থ্যসেবা সবারজন্য উন্মুক্ত সেখানে প্রয়োজন হবে না)।
- স্বাস্থ্য খাতের মূল্যায়ন এবং মনিটরিং টুলস তৈরির সময় শিশু সুরক্ষার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে সহযোগিতা করতে হবে।
- শিশু সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে শিশুদের ঘটনাসমূহ নথিভুক্ত করা এবং প্রয়োজনে শিশুদের অন্য কোথাও প্রেরনের জন্য একটি সবার গ্রহণযোগ্য ও মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে। যাতে শিশুরা পরিবার থেকে আলাদা হলেও নিরাপদ, যথাযথ ও পরিবারিক পরিবেশে যত্ন পায়।

- পারিবারিক সংহতির প্রসার ও শিশুর বিচ্ছিন্নতার ঝুঁকি কমানোর জন্য শিশুকে পরিবারের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে রাখা এবং সেখান থেকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াটা যেন স্বচ্ছ সুস্পষ্ট এবং শিশু-বান্ধব হয় সেই লক্ষে কাজ করতে হবে।
- যে সকল শিশু তাদের পরিবার থেকে অস্থায়ীভাবে আলাদা হয়েছেন তাঁরা যেন তাঁদের মা বাবা/দায়িত্বপালনকারীদের সাথে নিরাপদ এবং নিয়মিত যোগাযোগের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশু-বান্ধব যোগাযোগের বিষয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য নির্দেশিকা তৈরি এবং শিশু-বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠা ও সেগুলির সেবা যাতে শিশুরা পেতে পারেন সে ব্যাপারে সহযোগিতা করা। চিকিৎসাধীন ও কোয়ারেন্টাইন থাকা শিশুদের মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে সহায়তা প্রদান ।
- স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য শিশু সুরক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদানে সহযোগিতা করা (বিশেষভাবে যেখানে শিশুরা পরিবার বা তাদের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন আছে)।
- স্বাস্থ্য সেবা স্থাপনায় নিরাপদ, শিশু-বান্ধব পরিবেশে অভিযোগ এবং প্রতিক্রিয়া জানানো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা।
- ধর্ষন পরবর্তী ক্লিনিকাল ব্যবস্থাপনার (সিএমআর) সামর্থ্যকে আরও শক্তিশালী করা। সিএমআর' এর জন্য নির্দিষ্ট প্রধান প্রধান স্থাপনাগুলিতে প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিত করা যাতে যৌন সহিংসতার ঘটনায় যথাযথ সাড়াপ্রদান নিশ্চিত হয়।
- কোভিড-১৯'এ আক্রান্ত শিশু এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও মনো-সামাজিক সহযোগিতার (এমএইচপিএস) ব্যবস্থা তাদের কাছে সম্পর্কিত তথ্য পাঠাতে সহযোগিতা ।
- আপদকালীন পরিকল্পনাগুলিতে কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সময় শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগের (আইইসি) উপকরণসমূহের শিশুবান্ধব সংস্করণের প্রকাশে সহযোগিতা। বিদ্যমান সেবাসমূহের তথ্য সম্বলিত এসব তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ উপকরণের কিছু নির্বাচিত অংশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ২৬)

- স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, শিশু যত্নকেন্দ্র, বিকল্প যত্ন কেন্দ্র এবং অন্যান্য স্থান বিশেষ করে যে জায়গাগুলিতে শিশুদের যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে শিশুদের জন্য হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- শিশু, মা বাবা/শিক্ষক ও শিশুদের দেখা শোনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের জন্য পোস্টার ও ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি সহ রোগ প্রাদুর্ভাবের আগে এবং প্রাদুর্ভাবের সময় নিরাপদ, শিশু-বান্ধব স্বাস্থ্যবিধি প্রচার কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করা ।
- পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশণ এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রচার ব্যবস্থাপনায় শিশু সুরক্ষার বিষয়গুলি ঠিকমতো যাচাই ও বিবেচনায় আনা হয়েছে কিনা সেটা নিরীক্ষা করার জন্য সহযোগিতা।

পুষ্টি (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ২৫)

- যে সকল শিশু এবং তাদের পরিবার কোয়ারেনটানইনে আছে, নিজে থেকেই আলাদা থাকছে বা কোন স্বাস্থ্য স্থাপনায় থাকবেন তাদের জন্য যথাযথ পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা।
- পুষ্টি কেন্দ্রগুলিতে শিশু সুরক্ষার বিষয়গুলি ঠিকমতো যাচাই ও বিবেচনায় আনা হয়েছে কিনা সেটা নিরিক্ষা করার জন্য সহযোগিতা।

শিক্ষা (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ২৩; আইএনইই (INEE) তথ্য সুত্রের তালিকা)

- স্কুল বন্ধের প্রভাব একটা সীমার মধ্যে রাখার জন্য শিশু-বান্ধব দূরবর্তী শিক্ষা পদ্ধতি যেমন টিভি, রেডিও বা অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে।
- পিতামাতা এবং পরিচর্যাকারীরা যাতে বাড়িতে থাকা তাদের সন্তানের যত্ন ও পড়াশোনায় সহযোগিতা করার সুযোগ পায় সেইজন্য তাদের অফিস সময়সূচী নমনীয় করার ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি কতৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনা করা।
- শিশু ও তাদের মা বাবার কাছে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছানোর জন্য স্কুলের সাথে কাজ করতে হবে। বার্তাগুলির লক্ষ্য হবে যতোটা সম্ভব আতংক ও বিপন্নতাবোধ কমিয়ে মনে জোর আর প্রত্যয় ফিরিয়ে আনা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় উৎসাহিত করা।

- শিক্ষকদের এবং অন্যান্য স্কুল কর্মীদের শিশুর মানসিক বিপন্নতার প্রাথমিক লক্ষণগুলি বোঝার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে তারা বিপন্ন শিশুদের সনাক্ত করে তাদের নির্দিষ্ট সুরক্ষা চাহিদা পূরণের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারে।
- লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার ঝুঁকি হ্রাস,যৌন শোষণ, নির্যাতন প্রতিরোধ (পিএসইএ) এবং শিশু সুরক্ষা ও তার নিরাপত্তা রক্ষা করে তাকে অন্য কোথাও পাঠানোর(রেফার করা) বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা শিক্ষক এবং স্বেচ্ছাসেবীদের আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
- স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু-বান্ধব অভিযোগ এবং প্রতিক্রিয়া জানানোর পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য সহযোগিতা করা।
- স্কুলে স্কুলে শিশু সুরক্ষা এবং সুরক্ষা সেবার প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য তৈরি, প্রচার ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। কেইস ম্যানেজমেন্ট, পরিবার অনুসন্ধান এবং পুনরায় পরিবারের সাথে মিলিত হওয়া সম্পর্কিত তথ্য সেখানে থাকবে।
- আক্রান্তদের প্রতি বৈরী মনোভাব এবং তাদের অস্পৃশ্যজ্ঞানে স্কুলে সামাজিক বর্জনের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সাথে কাজ করতে হবে।

২.২ শিশু-সুরক্ষার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী

আমাদের দেখতে হবে মানবিক সাড়াদানে শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নুন্যতম মান এবং ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে শিশু সুরক্ষার নির্দেশিকার কোন উদ্যোগগুলি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোভিড ১৯ মহামারি সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমের সম্পূরক হবে? সেই সাথে ঝুঁকি নিরসনের জন্য কমিউনিটি পরিবার, সেবা প্রদানকারী ও শিশুদের মধ্যে সাহস এবং পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ও উৎসাহিত করতে হবে।

অগ্রাধিকারভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম	
প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম	**সাড়াপ্রদান কার্যক্রম**
শিশু সুরক্ষা কৌশলঃ শিশুর ভালোর জন্য ব্যক্তিগত ও দলীয় কার্যক্রম (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ১০ এবং ১৫)	
• অন্যদের সাথে পরামর্শ করে শিশুদের	• কোভিড-১৯'র সাথে সম্পর্কিত শিশু সুরক্ষার

মানসিক স্বাস্থ্য মনোসামাজিক সহায়তা (এমএইচপিএস) এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের বিকল্প ব্যবস্থা ঠিক করা। • শিশু এবং কিশোর বয়সের ছেলে মেয়েদের সাথে আলাপ করে কার্যক্রমের রূপরেখা ঠিক করা।	ঝুঁকি সম্পর্কে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিশু পরিষেবার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া। • শিশুদের বিশেষ করে যারা সঙ্গরোধে (কোয়ারেনটাইন) আছে তাদের মনোসামাজিক সহায়তার কর্মকৌশল ঠিক করা। • সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করতে হবে, তবে সেটা যেন বয়স- দূরত্ব এবং বিভিন্ন লিঙ্গের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে মানানসই হয়। • রেফারেল বা অন্যস্থানে প্রেরনের জন্য বিদ্যমান পদ্ধতিকে অনুসরণ করা।
শিশু সুরক্ষা কৌশলঃ পরিবার এবং যত্নের পরিবেশকে জোরালো করা (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ১৬)	
• মহামারী ছড়িয়ে পরার সময় সমাজের কোন প্রচলিত বিশ্বাস বা আচারণ শিশুকে সুরক্ষিত বা বিপন্ন করে সেটা বুঝার জন্য শিশু, শিশুকে দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি এবং অন্যান্যদের সাথে কাজ করতে হবে। • মা বাবা সাথে শিশুর সংবেদনশীল সম্পর্কের গুরুত্বকে মুখ্য উপজীব্য করে সচেতনতা বাড়ানোর সুযোগগুলি চিহ্নিত করতে হবে। • বিপন্ন শিশুদের যত্ন জোরদার করবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়	• শিশুরা যাতে নিজেরাই নিজেদের যথাযথ যত্ন নিতে পারে সেইজন্য তাদের মানসিক সহায়তার প্রয়োজন। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সেবাকেন্দ্র গুলিতে শিশু প্রধান পরিবার, পালক পরিবার (ফসটার পরিবার) কে টার্গেট করে সহায়তা দিতে হবে। • যাদের আয়- উপার্জনেরসুযোগগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তাদের আর্থিক এবং সামগ্রি সহায়তা প্রদান (নগদ বা ব্যবহারিক পণ্য)। • বিচ্ছিন্ন শিশু ও পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত কিন্তু নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা এবং সহায়তা দেয়া।

একটি আন্ত সংস্থা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা।	• শিশু-পরিবার বিচ্ছেদ রোধ করতে সরকার সহ অনান্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
শিশু সুরক্ষা কৌশলঃকমিউনিটি পর্যায়ের পন্থা (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ১৭)	
• শিশুদের এবং পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুরক্ষার জন্য কমিউনিটি কী কী ভূমিকা পালন করতে পারে তা চিহ্নিত করতে হবে। • বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং প্রতিরোধের কৌশল সনাক্ত করতে কমিউনিটির সাথে কাজ করতে হবে (যেমনঃউদ্বাস্তু, বিকল্প ব্যবস্থায় থাকা শিশু, সামাজিক নিগ্রহের ঝুঁকিতে থাকা শিশু এবং সামাজের বাইরে থাকা শিশু)।	• কোভিড-১৯ 'এর ঝুঁকি এবং এর থেকে বাঁচার উপায় এবং কোথায় সহায়তার জন্য যেতে হবে সে সম্পর্কে শিশু-বান্ধব বার্তা তৈরি সকলকে জানাবার জন্য কমিউনিটি সাথে কাজ করতে হবে। • দূরবর্তী কমিউনিটি সাথে যোগাযোগের জন্য সহজবশ্য কৌশল নির্ণয় । • আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতি ঘৃণার অবসান, আত্ম রক্ষার কৌশলগুলি প্রচার, এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে সহায়তা করতে কমিউনিটির সাথে কাজ করতে হবে। • বহু বছর ধরে চলে আসা সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে (যেমন শুভেচ্ছা বিনিময়, মৃতের সৎকার , ও শোক অনুষ্ঠান ইত্যাদি)পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসা সামাজিক নেতৃত্ব ও ধর্মীয় নেতাদের সাথে কাজ করতে হবে।

শিশু সুরক্ষা কৌশলঃ কেইস ম্যানেজমেন্ট (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ১৮)	
• কোভিড-১৯ এর তথ্য আদান প্রদানের জন্য বিদ্যমান হেল্প লাইন, কোভিড-১৯ সম্পর্কে সত্য মিথ্যা, শিশু সুরক্ষার উপর তার প্রভাব এবং সেবা সহায়তা সম্পর্কে কর্মীদের এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। • প্রান্তিক এবং সহজে পৌঁছানো যায় না এমন শিশুর কাছে পৌঁছানোর একটা কর্মকৌশল তৈরির জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে হবে। • বড়ি বাড়ি গিয়ে খোজ খবর নেয়ার পরিস্থিতি না থাকলে কেইস কর্মীদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে বিকল্প পদ্ধতি খুঁজে নিতে হবে। • জিভিবি সেবা এবং অন্যান্য বিশেষ সেবা সমূহের জন্য রেফারেল ব্যবস্থা সহজতর করতে হবে।	• ঝুঁকিতে থাকা শিশু সনাক্ত এবং প্রেরন প্রক্রিয়া নিরাপদ করার জন্য প্রয়োজনে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে বসে এই সংক্রান্ত 'এস ও পি' তৈরি বা সংশোধন করতে হবে। • যে সব কমিউনিটিতে চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হবে সেখানেও যেন শিশুরা নির্যাতনের শিকার হলে শিশু বান্ধব পরিবেশে সেবা পেতে পারে সেটা নিশ্চিত করার একটা পথ বের করতে হবে। • বাদপড়া শিশুদের (যেমন পরিবার বিচ্ছিন্ন শিশু,শরণার্থী শিশু,পথ শিশু, পথে পথে কাজ করা শিশু, প্রতিবন্ধি শিশু, আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু , অভিবাসী বা রাষ্ট্রহীন) ঝুঁকি বেশি তাই এই সকল শিশুদের সনাক্ত করতে হবে।
শিশু সুরক্ষা কৌশলঃ বিকল্প যত্ন (মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে শিশু সুরক্ষার ন্যূনতম মান ১৯)	
• স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের সনাক্ত করে তাদের পরিবার থেকে শিশুর বিচ্ছিন্নতা রোধ এবং পরিবার বিচ্ছিন্ন ও একা থাকা শিশুদের চিহ্নিত করার জন্য, প্রশিক্ষণ এবং পরামর্শ দিতে হবে।	• নিরাপদ, পরিবারভিত্তিক বিকল্প তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (আত্মীয়তার বন্ধন আছে এমন পরিবার হলে ভাল হয়) • পৃথক হওয়া শিশুরা যেন আগে যার কাছে ছিলো তাঁর বা তাঁদের সাথে নিয়মিত

• বিচ্ছিন্ন ও একা থাকা শিশুদের দেখাশোনার জন্য কমিউনিটির আগ্রহী ও সমর্থ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে যথাযথ প্রশিক্ষন দেয়া। এরা কোভিড-১৯ দেখা দিলে শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেবেন। • শিশু সুরক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি প্রক্রিয়ার সামর্থ্য এমনভাবে বাড়ান যেন পরিবার থেকে শিশুর বিচ্ছিন্নতা রোধ, শিশুর পরিবার খুঁজে দেয়া, পরিবারের সাথে পুনর্মিলন এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন বা একা শিশুদের জন্য পরিবারভিত্তিক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।	যোগাযোগ করার সুযোগ পায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। • এমন তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে যা শুনে পরিবার শিশুদের উপেক্ষা বা অবহেলা করতে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে • দীর্ঘমেয়াদী বিচ্ছেদ প্রতিরোধ এবং বিচ্ছিন্ন শিশুদের পুনরায় পরিবারে ফিরে আসার সুবিধা গড়ে তলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এসব শিশুদের একটি নিবন্ধন পদ্ধতি তৈরি করতে হবে।

৩. তথ্যসুত্রের তালিকা (Resources)

Child Protection Area of Responsibility Child Protection Resource Menu for COVID-19	A collection of child protection resources related to a COVID-19 response
Key messages and actions for coronavirus disease (COVID-19) prevention and control in schools	Operational guidance on protecting children and schools from COVID-19
INEE Resource Page on Novel Coronavirus (COVID-19)	A collection of COVID-19 and education in emergencies resources
IASC MHPSS Reference Group's Briefing Note about MHPSS Aspects of COVID-19	A briefing note about MHPSS aspects of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak